গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নং : ৩৭.০২.০০০০.১০১.৯৯.০১১.২০২২-১৮৯ তারিখ : ১৮/১২/২০২

বিষয় : তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নাম পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ই-মেইল ঠিক টেলিফোন/মোবাইল নম্বর হালনাগাদপূর্বক তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র : তথ্য কমিশন বাংলাদেশ স্মারক নং :১৫.৫১.০০০০.৫০৩.০৮.০০১.১৬.৫৮৫, তারিখ : ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০ প্রণয়ন করা হয়। সরকারী কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন নিশ্চিত করা এ আইনের লক্ষ্য। জনগণের চাওয়া এবং পাওয়ার আইনী স্বীকৃতি মিলেছে এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে। তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃ প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নিয়োগ করবে এবং নিয়োগ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, মাউশি অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অফিসসমূহ আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে এক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগের নির্ধারিত অনুযায়ী) নিয়োগপূর্বক এর হার্ড কপি এবং সফট কপি তথ্য কমিশনের ইমেইলে (ap@infocom.gov.bd) প্রেরণ করবেন। পাশাপ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে নিজ দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগের নির্ধারিত ছক এবং তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা।

স্বাক্ষরিত/-
অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো : (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৩ পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা
৪. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল), (তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ)
৫. অধ্যক্ষ, সরকারি/বেসরকারি কলেজ (সকল)
৬. অধ্যক্ষ, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (সকল)
৭. উপপরিচালক (কলেজ/মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)
৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএসসেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (বর্ণিত পত্রটি মাউশি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের নোটিশ বোর্ডে এবং স্ক্রলে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৯. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস ও প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে অবহিতকরণের অনুরোধসহ
১০. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল) তাঁর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ অবহিতকরণের অনুরোধসহ
১১. প্রধান শিক্ষক (সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
১২. সংরক্ষণ নথি।

18.12.2023
কামরুন নাহার (০১৫৯১৪)
সহকারী পরিচালক (একিউএইউ, পরি. ও উন্ন.)
ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)

তথ্য আধিকার আইন,২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ছক

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম- ঃ .....
পদবী- .....
অফিসের ঠিকানা (আইডি নং/কোড নম্বর যদি থাকে) .....
ফোন, ...
মোবাইল ফোন .....
ফ্যাক্স, ...
ই-মেইল, ...
ওয়েব সাইট (ক্ষেত্রমতে) .....

২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ (অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান)-এর নাম- ঃ .....
পদবী - .....
অফিসের ঠিকানা - .....
ফোন- .....
মোবাইল ফোন- .....
ফ্যাক্স- .....
ই-মেইল- .....
ওয়েব সাইট- (যদি থাকে)

৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ .....

৪. প্রশাসনিক বিভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট বরিশাল/রংপুর) ঃ .....

৫. আঞ্চলিক দপ্তরের নাম ও পরিচয় (যদি থাকে) ঃ .....
.....
.....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ.....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

স্থানীয়/আপীল কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ঃ .....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ .....

[বিঃ দ্রঃ- এই ছকের বাইরে অন্য কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার থাকলে তা ক্রমিক নং ৫ এর পর বর্ণনা করা যাবে। এই ছকে বর্ণিত তথ্যের এক কপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং অন্য কপি সরাসরি তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।]

জরুরি

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
এফ-১৭/ডি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.infocom.gov.bd

স্মারক নং -১৫.৫১.০০০০.৫০৩.০৮.০০১.১৬.৫৮৫

তারিখ: ০৭ ডিসেম্বর ২০২৩

বিষয়: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর হালনাগাদপূর্বক প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" প্রণয়ন করা হয়। সরকারী কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি হ্রাস করে সুশাসন নিশ্চিত করা এ আইনের লক্ষ্য। জনগণের তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার আইনী স্বীকৃতি মিলেছে এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে। তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে এবং নিয়োগ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে(কপি সংযুক্ত: আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা)।

এমতাবস্থায়, মহোদয়ের অধীনস্থ সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহের প্রত্যেকটি তথ্য প্রদান ইউনিটে আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী) নিয়োগপূর্বক কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করা এবং সফট কপি ap@infocom.gov.bd ইমেইল ঠিকানায় প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটে ও নোটিস বোর্ডে বা নিজ দপ্তরের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করে তথ্যের অবাধ প্রবাহে কার্যকর ভূমিকা পালন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগের নির্ধারিত ছক এবং তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা ।

(ড. মো: আ: হাকিম)
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও আইটি)
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।
৩) প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন (প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের সদয় অগতির জন্য)।
৪) অফিস কপি।

তৃতীয় অধ্যায়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কার্যালয় সৃষ্টি করিলে, উক্তরূপ কার্যালয় সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কার্যালয় তথা নবসৃষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হইলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হইলে সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

১১। **তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।